বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১-৬
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ	৬
৮.	অডিটের সুপারিশ	৬
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭
১০.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১. এডিপিভুক্ত প্রকল্পের টেন্ডার সিডিউল বিক্রির টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯-১৮
	অনুচ্ছেদ নম্বর ২. এডিপি খাতের অর্থ সিডিউল ব্যাংকে জমার বিপরীতে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৩. **হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।**	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৪. **হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৩% হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।**	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৫. **অস্থায়ী হাট বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ "৭" ভূমি রাজস্ব খাতে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৬. **ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি।**	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৭. **ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৮. বিভিন্ন আদায় রশিদের মাধ্যমে টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ৯. " ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড " এর নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবত ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	
	অনুচ্ছেদ নম্বর ১০. বিলের মাধ্যমে হোল্ডিং কর বাবদ দাবীকৃত অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।	
১১.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৮

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

তারিখঃ ১৭-০২-১৪১৬ বঃ / ২৯-০৫-২০০৯ খ্রিঃ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ অফিসসমূহের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরের হিসাব নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। এ রিপোর্টে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা সমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উত্থাপিত সময়ের অথবা তৎপূর্ববর্তী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলি পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত অফিসগুলির অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ার কারণে অনিয়মগুলি সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

তারিখঃ ..... বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের টেন্ডার সিডিউল বিক্রির টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৬২,৭০,৩৩৯/-
২.	এডিপি খাতের অর্থ সিডিউল ব্যাংকে জমার বিপরীতে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৪৪,৭৪,৪০৫/-
৩.	হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১,৮৯,১৩,২৬৮/-
৪.	হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৩% হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৭,২৩,৪৪৭/-
৫.	অস্থায়ী হাট বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% অর্থ "৭" ভূমি রাজস্ব খাতে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭১,৮২,৭৯৭/-
৬.	ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬,১৯,৭৮৩/-
৭.	ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৪,২৮,২৬৭/-
৮.	বিভিন্ন আদায় রশিদের মাধ্যমে টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।	**৬,৫৪,০৬১/-**
৯.	" ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড " এর নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবত ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার আর্থিক ক্ষতি।	১,৬৪,৯৩,৫৮৯/-
১০.	বিলের মাধ্যমে হোল্ডিং কর বাবদ দাবীকৃত অর্থ সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।	৩৫,৩৬,৩৭৭/-
	সর্বমোট=	৮,২২,৯৬,৩৩৩/-

অডিট বিষয়ক তথ্য
(Information of Audit)

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর **(Audited Year)**	ঃ	২০০৬-০৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান **(Audited Unit)**	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
নিরীক্ষার প্রকৃতি **(Nature of Audit)**	ঃ	কমপ্লায়েন্স অডিট
নিরীক্ষার সময় **(Period of Audit)**	ঃ	১৭/৭/২০০৭ হতে ২৬/৬/২০০৮
নিরীক্ষা পদ্ধতি **(Audit Methodology)**	ঃ	পরীক্ষামূলক নিরীক্ষা (Test Audit) - রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা, তথ্যাদি বিশ্লেষণ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন	ঃ	অডিট করণ ঃ স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের কয়েকটি অডিট টীমের সদস্যগণ।

রিপোর্ট প্রণয়ন ঃ

১। মোঃ মোজাম্মেল হক, উপ-পরিচালক (রিপোর্ট)

২। মনোয়ারা বেগম, এএন্ডএও (রিপোর্ট)

৩। মিজানুর রহমান, এস.এ.এস সুপার (রিপোর্ট)

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

সিটি করপোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও পৌরসভা অফিস কর্তৃক আদায়কৃত ভ্যাট, আয়কর, ইজারা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করা এবং আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ-

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাব;
- পূর্ববর্তী অডিট আপত্তিসমূহের উপর গুরুত্বারোপ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ (Causes of Irregularities, Losses) ঃ

- বিধি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ না করা;
- ক্যাশ বহি সংরক্ষণে অনিয়ম;
- রিপোর্ট রিটার্নে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি খাতে জমার বিষয়টি প্রতিফলন না করা;
- প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য লিখিত দায়িত্ব বন্টন না থাকা;
- সরকারি বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ না করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় শৈথিল্য।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের জন্য প্রযোজ্য ভ্যাট, আয়কর, ইজারা সংক্রান্ত বিধি-বিধান পরিপালন আবশ্যক।
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হার অনুযায়ী রাজস্ব আদায় করা আবশ্যক।
- অনাদায়ী রাজস্ব আদায় করে বিধি মোতাবেক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- ক্যাশ বই এবং ব্যাংক হিসাবের মধ্যে মাসিক ভিত্তিতে সংগতি সাধন করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- যথাযথভাবে সকল রিপোর্ট-রিটার্ন প্রণয়ন ও পেশ করা আবশ্যক।
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কার্যকর ও লিখিত দায়িত্ব বন্টন করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়ানো সহ সরকারি পাওনা যথাযথভাবে কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- শুদ্ধভাবে হিসাব সংরক্ষণ এবং সময়মত হিসাব প্রণয়ন করা আবশ্যক।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোনাম ঃ **এডিপিভুক্ত প্রকল্পের টেন্ডার সিডিউল বিক্রির ১,৬২,৭০,৩৩৯/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- ২৭টি জেলা পরিষদ, ৩৫টি পৌরসভার ২০০২-২০০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, এডিপিভুক্ত প্রকল্পের টেন্ডার সিডিউল বিক্রির ১,৬২,৭০,৩৩৯/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-' ১ ' তে প্রদত্ত।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/উবা-১/কর্মসূচী ১১৬/০২/১০৫১ তাং- ৪/৪/০৫ মোতাবেক এডিপি প্রকল্পের টেন্ডার সিডিউল বিক্রয়ের টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপত্তির যথার্থতা স্বীকার করে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয় এবং কতিপয় অফিস থেকে জানানো হয় যে, সিডিউল বিক্রয়ের অর্থ এলাকার উন্নয়নে জনস্বার্থে ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি খাতে জমা করার প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের বরাবরে আধা সরকারি পত্র নং- ৪০৪, ৪০৫, ৪০৭, ৪০৯, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৬ তাং- ১৭/৫/০৮, ২৬/৫/০৮, ২৪/৬/০৮, ১৬/৭/০৮, ৩/৮/০৮, ২০/৮/০৮, ২১/৯/০৮ জারি করা সত্ত্বেও এতদবিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ১,৬২,৭০,৩৩৯/- টাকা অতিসত্বর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ২

শিরোনাম ঃ **এডিপি খাতের অর্থ সিডিউল ব্যাংকে জমার বিপরীতে অর্জিত সুদ ১,৪৪,৭৪,৪০৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন,** ১২টি জেলা পরিষদ, ৬টি পৌরসভার ২০০২-২০০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রাপ্তি ও পরিশোধ বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এডিপি খাতের বরাদ্দ প্রাপ্ত টাকা সিডিউল ব্যাংকে জমার বিপরীতে অর্জিত সুদ বাবদ ১,৪৪,৭৪,৪০৫/- টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-' ২ ' তে প্রদত্ত।

  আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- অর্থ মন্ত্রনালয়ের স্মারক নং- অম/অবি/উঃ প্রঃ শাঃ/৩/৯৪/৪৫৩(২০০) তাং- ২৩/১০/৯৪ মোতাবেক এডিপি খাতের অর্থ সিডিউল ব্যাংকে জমার বিপরীতে অর্জিত সুদ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এ বিষয়ে নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে জানানো হয় যে, মন্ত্রনালয়ের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কতিপয় অফিস থেকে জানানো হয় যে, উক্ত টাকা এলাকার উন্নয়নে জনস্বার্থে ব্যয় করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা সরকারি খাতে জমা করার প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধা সরকারি পত্র নং- ৪০৪, ৪০৫, ৪০৭, ৪০৯, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৬ তাং- ১৭/৫/০৮, ২৬/৫/০৮, ২৪/৬/০৮, ১৬/৭/০৮, ৩/৮/০৮, ২০/৮/০৮, ২১/৯/০৮ জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ১,৪৪,৭৪,৪০৫/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৩

শিরোনাম ঃ **হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ১,৮৯,১৩,২৬৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন,** ৫টি পৌরসভা ও ২টি উপজেলা পরিষদ এর ২০০৩-২০০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষায় ইজারা বন্দোবস্তের সমুদয় রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেয়া যায় যে, হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত ১৫% ভ্যাট বিধি মোতাবেক কর্তন না করায় সরকারের ১,৮৯,১৩,২৬৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'৩' তে প্রদত্ত।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- প্রজেই-২/হ-৫/২০০০/৪০৮(৫২৭২) তাং- ২০/৭/০২ এর অনুঃ ৯ মোতাবেক ইজারা প্রদানকালে ইজারা মূল্যের উপর ১৫% মূল্য সংযোজন কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-১৬৪ আইন-২০০৩/৩৭২ তাং- ১২/৬/০৩ মোতাবেক ইজারার বিপরীতে ১৫% ভ্যাট আদায় করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে আপত্তির যথার্থতা স্বীকার করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- যথাক্রমে ৪০৪, ৪০৫, ৪০৯ তাং- ১৭/৪/০৮, ২৬/৫/০৮, ১৬/৭/০৮ মূলে জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ১,৮৯,১৩,২৬৮/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৪

শিরোনাম ঃ হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর ৩% হারে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের ৩৭,২৩,৪৪৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ১টি** পৌরসভা ও ৩টি উপজেলা পরিষদ এর ২০০৫-০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষায় ইজারা বন্দোবস্তের সমুদয় রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেয়া যায় যে, হাট বাজার ইজারা মূল্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত ৩% আয়কর বিধি মোতাবেক কর্তন না করায় সরকারের ৩৭,২৩,৪৪৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'৪' তে প্রদত্ত।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- প্রজেই-২/হ-৫/২০০০/৪০৮(৫২৭২) তাং- ২০/৭/২০০২ এর অনুঃ ৯ মোতাবেক ইজারা প্রদানকালে ইজারা মূল্যের উপর ৩% হারে আয়কর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে আপত্তির যথার্থতা স্বীকার করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- যথাক্রমে ৪০৪, ৪০৫, ৪০৯ তাং- ১৭/৪/০৮, ২৬/৫/০৮, ১৬/৭/০৮ মূলে জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ৩৭,২৩,৪৪৭/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শিরোনাম ঃ **অস্থায়ী হাট বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% "অর্থ-৭" ভূমি রাজস্ব খাতে জমা না করায় ৭১,৮২,৭৯৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, অস্থায়ী হাট বাজার ইজারালব্ধ অর্থের ২০% "অর্থ-৭" ভূমি রাজস্ব খাতে জমা না করায় ৭১,৮২,৭৯৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ৩য় খন্ডের পরিশিষ্ট-' ৫ ' তে প্রদত্ত।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- প্রজেই-২/হ-৫/২০০০/৪০৮ (৫২৭২) তাং- ২০/৭/২০০২ অনুঃ ৪(খ) মোতাবেক ইজারালব্দ "অর্থ-৭" ভূমি রাজস্ব খাতে জমা করা বাধ্যতামূলক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে জানানো হয় যে, কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ না থাকায় উক্ত টাকা জমা করা হয়নি। আদেশ পাওয়া গেলে তা জমা করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি খাতে জমা করার প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের বরাবরে আধা সরকারি পত্র নং ৪০৫ তাং- ২৬/৫/২০০৮ জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ৭১,৮২,৭৯৭/- টাকা অতিসত্বর আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৬

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট হতে আয়কর কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় ৬,১৯,৭৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- ২টি জেলা পরিষদ, ৩টি পৌরসভা এর ২০০৫-২০০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষায় বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিধি মোতাবেক আয়কর আদায় না করা/কম আদায় করার ফলে সরকারের মোট ৬,১৯,৭৮৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'৬' তে প্রদত্ত।

আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার স্মারক নং- এস.আর.ও নং-৬/আইন/২০০২ তাং- ৫/১/২০০২ মোতাবেক আয়কর কর্তন করা বাধ্যতামূলক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে আপত্তির যথার্থতা স্বীকার করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- যথাক্রমে ৪০৫, ৪১৩, ৪১৬, তাং- ২৬/৫/০৮, ৩/৮/০৮, ২১/৯/০৮ মূলে জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ৬,১৯,৭৮৩/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৭

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদার/সরবরাহকারীদের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় ৪,২৮,২৬৭/- রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া, ২টি জেলা পরিষদ, ১টি পৌরসভা ও ১টি উপজেলা পরিষদ এর ২০০৫-২০০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষায় বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বিধি মোতাবেক ভ্যাট আদায় না করা/কম আদায় করার ফলে সরকারের মোট ৪,২৮,২৬৭/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'৭' তে প্রদত্ত।

  আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা/২০০৪, তাং- ১০/৬/০৪ ইং মোতাবেক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন বাধ্যতামূলক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে আপত্তির যথার্থতা স্বীকার করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- যথাক্রমে ৪০৪, ৪০৫, ৪১৩, ৪১৪, তাং- ১৭/৪/০৮, ২৬/৫/০৮, ৩/৮/০৮, ২০/৮/০৮ মূলে জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ৪,২৮,২৬৭/- টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৮

শিরোনাম ঃ বিভিন্ন আদায় রশিদের মাধ্যমে ৬,৫৪,০৬১/- টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- ৩টি পৌরসভা এর ২০০৩—২০০৭ সনের হিসাব নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে, আদায়কারীগণ কর্তৃক বিভিন্ন রশিদের মাধ্যমে **৬,৫৪,০৬১/-** টাকা আদায় করা হয়। কিন্তু উক্ত টাকা সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।
  বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'৮' তে প্রদত্ত।

  আলোচ্য ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধির ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয় ঃ-

- ট্রেজারী রুলস এর ১ম খন্ডের ৭(১) মোতাবেক আদায়কৃত রাজস্ব সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে আপত্তির যথার্থতা স্বীকার করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- যথাক্রমে ৪০৭, ১৪৬ তাং- ২৪/৬/০৮, ২১/৯/০৮ মূলে জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত **৬,৫৪,০৬১/-** টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ৯

শিরোনাম ঃ **"ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড" এর নিকট হতে দীর্ঘদিন যাবত ভাড়া আদায় না করায় সংস্থার ১,৬৪,৯৩,৫৮৯/- টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন** এর ২০০৬-০৭ সনের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত হিসাব নিরীক্ষায় (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত) পরিলক্ষিত হয় যে, নগর ভবনের ১৪ ও ১৫ তলার কক্ষ এবং গ্যারেজ **" ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড "** এর নিকট ভাড়া প্রদান করা হয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট ১,৬৪,৯৩,৫৮৯/- টাকা বকেয়া ভাড়া পাওনা রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'৯' তে প্রদত্ত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে আপত্তির যথার্থতা স্বীকার করে আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের লক্ষ্যে বার বার তাগিদ দেয়া হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- যথাক্রমে ৪০৫ তাং- ২৬/৫/০৮ মূলে জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত **১,৬৪,৯৩,৫৮৯/-** টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১০

শিরোনাম ঃ বিলের মাধ্যমে হোল্ডিং কর বাবদ দাবীকৃত ৩৫,৩৬,৩৭৭/- টাকা সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন** এর ২০০৬-০৭ সনের ঢাকা এর কর অঞ্চল- ১,২,৩,৪,৬,৭,৮,৯ ও ১০ এর হোল্ডিং কর আদায়ের ডিমান্ড কালেকশন রেজিষ্টার পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, বাড়ীর মালিককে কর পরিশোধের জন্য বিল দেয়া হলেও উক্ত বিলের টাকা সিটি কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা হয়নি। অথচ বিলে উল্লেখিত আর্থিক সন ছাড়া পূর্বের ও পরবর্তী আর্থিক সনের হোল্ডিং করের টাকা কর্পোরেশনের তহবিলে জমা করা হয়েছে। ফলে বিলের মাধ্যমে যে টাকা জমা করার কথা সে টাকা জমার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'১০' তে প্রদত্ত।

- প্রত্যেক আর্থিক সন অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে হোল্ডিং করের টাকা কর্পোরেশনের তহবিলে জমা হওয়া এবং ডিমান্ড কালেকশন রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ হওয়ার কথা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রমাণ স্বরূপ এ পর্যন্ত কোন অর্থ জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি। সরকারি রাজস্ব অনাদায় সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বরাবরে আধা-সরকারি পত্র নং- যথাক্রমে ৪০৫ তাং- ২৬/৫/০৮ মূলে জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ৩৫,৩৬,৩৭৭/- টাকা আদায় করে সংস্থার তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মোঃ আবদুল বাছেত খান
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর।

বাঃসঃমুঃ-২০০৮-০৯-৬১৮৪কম/এ-৭৫০ বই-২০০৯।